Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-II, January 2026, Page No. 75-81
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.02W.050

স্বাধীনতা পূর্বে বাংলা গ্রন্থ ছাপার প্রকাশনা ও মুদ্রণ সংস্থাগুলির লোগো সম্পর্কিত আলোচনা

জয়ন্ত নস্কর, *সহকারী অধ্যাপক, ছাপাই চিত্রকলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 09.11.2025; Accepted: 25.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Several aspects have been observed while providing a chronological representation of the logos used in Bengali Books. How large a Publishing or Printing house is, the size of the logo for official use should never be larger than 4 X 4 centimetres. A logo is a symbol of an organization that serves as a mouthpiece and helps differentiate itself from business competition. Gutenberg's movable type brought a large number of people under the umbrella of education in a short time. We must accept that this is a novel and unique discovery of that time in the history of the world. With the development of the printing industry, publishing house became interested in using Logos, Signs and Symbols to distinguish themselves from others. The logo used in the world's first printing press, Gutenberg, was printed in 1461 under the supervision of Johann Fust and Peter Schoffer. Subsequently, publishing house from different countries around the world also became interested in using the logo. In our Bengal we first saw the logo printed in Bengali Books at the Serampore Mission Press under the supervision of William Carey in 1800. After this, publishing and printing house spread one by one in various areas of Bengal, and they are interested in using logos to differentiate themselves from others. Here too, a logo is seen, meaning that the publishing house was established not only in Kolkata but also outside Kolkata. The Manashi Press, which began operating in Ramtanu Basu Lane in the late 19th Century, has a very elegant and beautiful design on its logo. Most of the publishing houses that have emerged since that early 20th century have abandoned the decorative elements used in previous logos. Simplicity has been brought to the logo by using only a special type of font.

Keywords: Logo, Design, Visual communication, Symbol, Publishing house.

লোগো হল একটি নক্শা বা প্রতীক যা একটি সংস্থা বা কোম্পানিকে চিহ্নিত করে ওই সংস্থার পরিচয় বহন করে। একটি সুন্দর লোগো প্রথম দেখায় কোন অনামি সংস্থার প্রতি আকর্ষণ বাড়াতে পারে। আবার নামি সংস্থার লোগোধারী পণ্য ব্যবহারে মানুষের পদমর্যাদাও বেড়ে যেতে পারে। লোগো একটি সংস্থার প্রতীক যা মুখপত্র হিসাবে কাজ করে আবার ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা থেকে আলাদা করতে সাহায্য করে। এটি সংস্থার একটি ভিজুয়াল কমিউনিকেশান। বিস্তারিত ব্যাখ্যাকে অক্ষর, চিহ্ন, নক্শা ও রঙের মাধ্যমে অতি সংক্ষিপ্ত প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়, এবং সংস্থার দাপ্তরিক কাজ কর্মেও ব্যবহৃত হয়।

এই উপ-অধ্যায়ের গবেষণা যেহেতু প্রকাশনা সংস্থা বা ছাপাখানার লোগো চিত্রণ ও মুদ্রণের উপর ভিত্তি করে। সেই জন্য প্রতীকি চিহ্ন বা সিম্বল বিদেশে শুরু হয়ে আমাদের এই বাংলাভূমিতে কিভাবে পদার্পণ করে প্রসারিত হয়েছিল তার ব্যাখ্যা দেওয়া হবে। হরপ্পা সভ্যতায় যে পোড়ামাটির সীল দেখতে পাওয়া যায় সেগুলিও রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উপর ছাপ দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হতো। এগুলি লোগোর পূর্বসুরী বলা যেতে পারে। গুটেনবার্গের মুভেবল টাইপ স্বল্প সময়ে বহুল সংখ্যক মানুষকে শিক্ষার ছাতার তলায় নিয়ে আসার প্রয়াসকে বাস্তবায়িত করেছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে এটি একটি ওই সময়ের অভিনব ও অনবদ্য আবিষ্কার এটা আমরা মেনে নিয়েছি। আমরা প্রকাশনা সংস্থার লোগো সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় ব্র্যায়ান লা রোসা (Brian La Rosa)-এঁর একটি সমীক্ষা থেকে জানতে পারি--

> "Johann Fust and his son-in-law Peter Schoffer employed the first printer mark when they established their firm in 1457, four years after Gutenberg produced the first typographically printed book. Twin shields hang from a branch– each one sporting a Greek letter to represent their respective families."[১]

অর্থাৎ একটি টুকরো করা গাছের ডালের দুটি শাখার একটি শাখা থেকে একই তারের দুইদিকে সন্নিবিষ্ট দুটি ঢাল ঝুলছে। তাঁদের পরিবারের ঐতিহ্য বোঝানোর জন্য ঢাল-এর মধ্যে গ্রীক অক্ষর ব্যবহার করেছেন। এটা একটা সুন্দর ডিজাইনাল ফর্ম তৈরি হয়েছে। এইটিই ১৪৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশনা সংস্থায় ব্যবহৃত পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম লোগো (চিএ ১)।

আরও একটি মুদ্রণ সংস্থার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে অ্যালডাইন প্রেস (Aldine Press) ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে তাদের এই লোগোটি উন্নত মানের। কারণ আমরা দেখেছি নৌকা বা জাহাজের নোঙর নিচের দিক থেকে অর্দ্ধ গোলকের দুই দিকে তার সূঁচালো ফলা নিয়ে প্রসারিত হয়েছে। মাঝে হাতলকে

জড়িয়ে রয়েছে এক ডলফিন যার মাথা নিচের দিকে এবং লেজ উপর দিকে। এটি একটি লো রিলিফ রূপোর মেডেল থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে করা হয়েছিল (চিত্র ২)। ডিজাইনঅবজারভার ডট কম নামক ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া-

> "A silver medal of Vespasian featuring the dolphin and anchor, which was gifted to Manutius by Cardinal Pietro Bembo, was likely the inspiration for its adoption... Numerous presses employed the dolphin and anchor after him... Examples include Antoin Tardif 1584, Chiswick Press 1787, William Pickering 1820 and Doubleday 1897."[২]

এই ফর্মাটিকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের প্রকাশনা সংস্থারা সামান্য ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করেছে।
বৃটিশরা এই বাংলাভূমিতে ভারতবর্ষের রাজধানী স্থাপন করায়। তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের তাগিদে, তারা কিছু উন্নয়নমূলক কাজে ব্রতী হন। তার মধ্যে মুদ্রণ শিল্পের অগ্রগতির জন্য ব্রিটিশরা বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

১৮০০ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম কেরি ও উইলিয়াম ওয়ার্ড এবং আরও কিছু বৃটিশ মিশনারিরা ড্যানিশ শাসনাধীন হুগলিতে শ্রীরামপুর মিশনে যুক্ত হন। তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্ট ধর্মের প্রচার, প্রসার ও খ্রিস্টের বাণীগুলিকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা। অর্থাৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বাঙালীদের খ্রিস্টধর্মের প্রতি বিশ্বাস জাগানো। তাতে মিশনারিরা কতটা লাভবান হয়েছিল তা জানা নেই, কিন্তু কেরির তত্ত্বাবধানে বাঙালিরা অতি দ্রুত শিক্ষার আলো দেখেছিল। শ্রীরামপুর মিশনের

প্রকাশনায় যে গ্রন্থগুলি ছাপতেন, সব গ্রন্থে না হলেও কিছু গ্রন্থে এই লোগোটি ব্যবহৃত হয়েছে। এইটিই বাংলার ভূমিতে প্রথম প্রকাশনা সংস্থার লোগো। এর আগে হ্যালেডের বাংলা ব্যাকরণ ও হেস্টিংসে কিছু গ্রন্থ ছাপা হলেও কোন প্রকাশনা সংস্থার লোগো ব্যবহৃত হয়নি। শ্রীরামপুরের লোগো তৈরিতে তাঁদের সমস্যায় পড়তে হয়নি, কারণ পাশ্চাত্যের মানুষেরা প্রকাশনা সংস্থা, মুদ্রণ যন্ত্র ও সংস্থার লোগো সম্পর্কে সচেতন ও অভ্যস্ত। বাঙালিরা এই কাজের বাস্তবায়নে কতটা সাহায্য করেছিলেন বা এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন তা জানা নেই, কিন্তু বাংলা গ্রন্থে লোগোর ইতিহাস খুঁজতে গেলে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের লোগোটিকেই বাংলা গ্রন্থে ব্যবহৃত সর্বপ্রথম লোগো হিসাবে মান্যতা দিতেই হবে। একটি অনুভূমিক লম্বাটে ডিম্বাকৃতি কালো অংশের ভিতরে ইংরেজি অক্ষরে শ্রীরামপুর লেখা। এর ঠিক নিচে গাছের দুটি সরু ডাল, যেভাবে আমরা করমর্দন করি ঠিক সেই ভাবেই গাছের শাখা দুটি একে অপরের সঙ্গে রয়েছে। শাখা দুটি নিচের দিক থেকে দুই দিকে পাতাগুচ্ছ সমেত রেখাঙ্কনের মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছে (চিত্র ৩)।

১৮১৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি ১৫ জন ইউরোপিয়ান ও আট জন ভারতীয় সদস্য নিয়ে যাত্রা শুরু করে। প্রথম দিকে তাঁরা বিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানায় লন্ডন মিশনারি ছাপাখানা ও শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে গ্রন্থ ছাপাতেন। ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁদের নিজস্ব ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ঠিক কোন সময় থেকে স্কুল বুক সোসাইটির লোগো ব্যবহৃত হচ্ছে তা সঠিক না জানা গেলেও ১৮২৪ থেকে ১৮৩৪-এর মধ্যে সোসাইটি লোগো ব্যবহার করছে তার হদিস মিলেছে। অর্থাৎ ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের একটি গ্রন্থে ব্যবহৃত লোগোর দেখা পাওয়া গেছে। লোগোটি খুবই সহজ সরল একটি অনুভূমিক ডিজাইন ফর্ম, যার সরু বহিরেখা, ভিতরে সাদা বর্ডার। এর ভিতরে গাঢ় কালো রঙ তার উপরে সাদা টানা হাতের লেখায় ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি এই চারটি শব্দের প্রথম অক্ষর গুলি ইংরেজিতে লেখা (চিএ ৪)।

১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বসু এন্ড কোম্পানির স্ট্যানহোপ যন্ত্র বউবাজারে স্থাপিত হয়। এই মুদ্রণ সংস্থার লোগোটি ডিম্বাকৃতি, একেবারে মাঝে অর্ধ ডিম্বাকৃতির ভিতরে খ্রিস্ট ধর্মের ক্রস সিম্বল। তার ঠিক উপরে বামদিকে হাতি, ডানদিকে সিংহ ও মাঝে ফুলের উপরে ইংল্যান্ডের রাণীর অস্বচ্ছ মুখাবয়বে সেবারত হাতি ও সিংহ। অর্থাৎ পরাধীন ভারতবাসী দেশের অধীশ্বরিনীর প্রতি আনুগত্য বোঝানো হয়েছে। বামদিকে হাতি দিয়ে বোঝানো হয়েছে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মে হাতি এক পবিত্র প্রতীক, যা আনুগত্য, শক্তি, প্রজ্ঞা ও উর্বরতা বোঝায়। ডানদিকে সিংহ যা বৃটিশ সরকারের প্রতীক আবার সাহস, আভিজাত্য, রাজকীয়তা, শক্তি ও বীরত্বের প্রতীক হিসাবে এই সংস্থার লোগোটি কাজ করবে। নিচের দিকে অর্দ্ধগোলাকার প্যানেলের দুই প্রান্তে আগুনের শিখা এবং মাঝে সংস্কৃত ভাষায় লেখা শরীরং বা বাতয়েয়ং কার্য্যং বা সাধয়েয়ম। যার অর্থ : মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন (চিত্র ৫)।

১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে স্যার উইলিয়াম জোন্‌স্ প্রাচ্য ভাষার গবেষণা কেন্দ্র হিসাবে, তৎকালীন সরকারের সহায়তায় কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন করেন। ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে স্যার জোনস্- এর মৃত্যুর পর, তাঁর অর্ধেক আবক্ষ প্রতিকৃতি ব্যবহার করে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে একটি লোগো নির্মাণ করা হয়। উনিশ শতকের চল্লিশের দশকের শেষের দিকে আমরা গ্রন্থে প্রকাশনা সংস্থা হিসাবে এশিয়াটিক সোসাইটির লোগো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এর আগে থেকেই পত্রিকা প্রকাশিত হত সেখানে লোগো ব্যবহার হত কি না কোন তথ্য পাওয়া যায় নি। এশিয়াটিক সোসাইটির ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করা-

> "The decision to introduce the publication of books under Bibliotheca Indica Series was considered in the around late forties of the 19th century and it gave fillip to distinguished scholars like

Pandit Iswar Chandra Vidyasagar, Dr. A. Sprenger and J.R. Ballantyne."[৩]

এই লোগোটি এচিং মাধ্যমে ধাতব পাতে নির্মাণ করা হয়েছিল। এর উপরে সমান্তরাল একটি সাদা প্যানেলে ইংরেজিতে বড় হাতের অক্ষরে স্যার উইলিয়াম জোনস লেখা। এর নিচে একটি বর্গক্ষেত্রে অসংখ্য সমান্তরাল রেখার মাঝে উলম্ব ডিম্বাকৃতি সাদা অংশে উইলিয়াম জোনসের অর্ধেক আবক্ষ প্রোফাইল প্রতিকৃতি রয়েছে। নিচে একটি সমান্তরাল প্যানেলে সেখানে জোনসের জন্ম এবং মৃত্যু বর্ষ রোমান হরফে লেখা (চিত্র ৬)।

বর্ধমানের সত্যপ্রকাশ যন্ত্রে ছাপা গ্রন্থ 'ব্রাহ্মোপাসনা' সত্যসন্ধায়িনী সভা থেকে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে শুধু কলকাতাতেই নয় বর্ধমানেও ওই সময়ে প্রকাশনা সংস্থা ছিল। বর্ধমানের কোন ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিতার এই প্রকাশনা সংস্থা। কারণ যে আখ্যাপত্রটি পাওয়া গেছে সেখানে লেখা রয়েছে। 'সত্যসন্ধায়িনী সভা হইতে প্রকাশিতা'। দেখা যাচ্ছে 'সত্যসন্ধায়িন' নামের মধ্যে কোথাও আমরা নারীর আভাস পাচ্ছি। আবার 'প্রকাশিতা'-এর থেকেও বোঝা যাচ্ছে এই প্রকাশনা সংস্থা কোন এক মহিলা চালিত সংস্থা, বা কোন পুরুষ মহিলার নামে এই প্রকাশনা সংস্থা চালাতেন। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে এ এক বিরল ভাবনার বাস্তবায়ন বলা যায়, কারণ বিধবা বিবাহ আইনের মাত্র নয় বছর পরে। আবার এই সংস্থার এইটাই যে প্রথম ছাপা গ্রন্থ এমন উল্লেখও কোথাও নেই। এই সময়কালের আগেও প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকতে পারে। মহিলাদের এতটা অগ্রাধিকার এ এক নজিরবিহীন ঘটনা। অনুভূমিক একটি ডিজাইনাল ফর্মের ভিতরে এই প্রকাশনা সংস্থার নাম লেখা, এর বাইরের অংশে আলপনার ধাঁচে অলংকৃত করা (চিত্র ৭)।

নতুন বাংলা যন্ত্র সংস্থার একটি লোগো নিয়ে কিছু কথা বলা যায়। এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত কবে হয়েছিল তা জানা যায়নি। শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেনের বটতলার ছাপা ও ছবি গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে ''ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের রহস্য মুকুর (১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে) কোন নতুন বাংলা যন্ত্রে যন্ত্রিত হয়েছিল? নাম পত্রবিহীন এই গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় মাত্র।''[৮] যে লোগোটি পাওয়া গেছে তার নিচের দিকে অর্ধগোলক একটি প্যানেল, সেখানে লেখা ইংরেজি বড় অক্ষরে প্রিন্টিং নিটলি এক্সিকিউটেড। অর্ধগোলকের দুই প্রান্তদেশকে মাঝের বৃত্ত থেকে দুটি অলংকৃত হাতল বেরিয়ে এসে ধরেছে। সেই বৃত্ত প্যানেলের উপরের অর্ধেক অংশে লেখা দ্যা নিউ বেঙ্গল প্রেস, নিচের অর্ধেক অংশে লেখা কে.জি. ভক্ত অর্থাৎ কৃষ্ণগোপাল ভক্ত। এর উপরে বৃত্তের সঙ্গে অল্প গোল হয়ে দুই দিকে প্রসারিত আরও একটি প্যানেল সেখানে লেখা এভরি ড্রেসকিপশান অফ। বৃত্তের মাঝে একটি মুদ্রণ যন্ত্রের ছবি। লোগোটির চারিদিকে ফুল, কুঁড়ি, পাতা, ফিতে এইসব রেখার মাধ্যমে অলংকরণ করা হয়েছে (চিত্র ৮)।

উনিশ শতকের শেষের দিকে রামতনু বসু লেনে মানসী প্রেসের কর্মকান্ড শুরু হয়। এই প্রেসের লোগোটি খুব সৌখিন ও সুন্দর নকশায় চিত্রিত। নক্শাটি দেখে মনে হচ্ছে একটা উন্মুক্ত মঞ্চ, দুই ধারে অলংকৃত, একেবারে সামনে মঞ্চের নিচের দিকের প্যানেলে বামদিক থেকে ডানদিকে এই সংস্থার ঠিকানা রয়েছে। মূল মঞ্চের পিছনে সাদা অক্ষরের অংশ ছেড়ে, অর্থাৎ সেখানে প্রেসের নাম তার বাইরের অংশ গাঢ় কালো রঙে আবৃত। এর উপরে সরু সমান্তরাল প্যানেলে ওই সংস্থার কর্ণধারের নাম রয়েছে। ...চন্দ্র ভট্টাচার্য এই অক্ষর গুলি ও শব্দ দুটি বোঝা গেলেও এর আগে শব্দ ও অক্ষরগুলি এতটাই অস্বচ্ছ সেগুলি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি (চিত্র ৯)।

শ্রী শশীভূষণ ঘোষ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় সুধানিধি যন্ত্র। কত খ্রিস্টাব্দে এই যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা জানা যায়নি, কিন্তু ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের দুটি গ্রন্থ পাওয়া গেছে প্রথমটি চাহার দরবেশ, সংস্কৃত ভাষায় এবং দ্বিতীয়টি একাধিক সহস্র দিবস বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে বা

তার আগে এই সুধানিধি যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গ্রন্থে যে গোলো ব্যবহৃত হয়েছে, মাঝে বৃত্ত সাদা দুটি রেখার মাঝে শশীভূষণ ঘোষ এন্ড কোম্পানী লেখা। ওই বৃত্তটিকে ব্যবহার করে উপর থেকে নিচে ঘড়ির আদলে নক্শা করা হয়েছে। অর্থাৎ সময়কে বোঝানোর জন্য, এই সংস্থা সময়ের সঙ্গে চলে, তাদের উপর ভরসা করা যায় বা সময়জ্ঞান তাদের বিদ্যমান। দুইপাশে দুটি সিংহ এই ঘড়িটিকে যেন উপস্থাপন করছে। এবং এই লোগোতে সিংহকে এমনভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে লোগোটি দেখে মনে হচ্ছে ঐতিহ্যগত ভাবে সাহস, আভিজাত্য, রাজকীয়তা, শক্তি, ও বীরত্বের প্রতীক হিসাবে এই সুধানিধি যন্ত্রের লোগো সংস্থার মুখপত্র হিসাবে কাজ করবে (চিত্র ১০)।

১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে বিজয় গীতিকা গ্রন্থের মুখপত্রে কে. পি. মুখার্জি এন্ড সন্স-এর একটি লোগো পৃষ্ঠার উপরে সোনালি রঙে এম্বস্ করা হয়েছে। মাঝে একটি নক্শা, ব্যান্ড পার্টির সন্মুখে একটি লাঠির উপর থেকে ঝোলানো মোটা কাপড়ে ওই সংস্থার সিম্বল নিয়ে যিনি এক পা দু-পা করে হাঁটেন। ঠিক সেইরকম মাঝের ওই নক্শার দুইদিকে দুই ঘোড়া নক্শাটিকে ধরে রয়েছে, এর উপরে প্রতীকি আরও এক অশ্ব অধিষ্ঠিত। এইখানে ঘোড়ার ব্যবহার হয়েছে এই কারণেই এটি একটি মহিমান্বিত প্রাণী। যারা আভিজাত্য, ধৈর্য্য, আত্মবিশ্বাস, শক্তি, বীরত্ব ও প্রতিযোগিতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে পারে। এই সংস্থা এই লোগোটির মাধ্যমে তাদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। নিচের দিকে মহিলাদের গলার বিছে হারের মত অলংকরণ সেখানে সংস্থার নাম লেখা (চিত্র ১১)।

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর যাত্রা শুরু। প্রথমদিকে তাঁরা সাহিত্য সভা করতেন এছাড়াও ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে গ্রন্থশালার সংগ্রহে রাখা গ্রন্থ, পাঠকদের চয়ন করবার সুযোগ করে দিতেন। এই পরিষদই বাঙালিদের প্রথম এতো বড় আকারের গ্রন্থাগার। বাংলা সাহিত্যের পিঠস্থান হিসাবে পরিগণিত হবার দাবি রাখে। বাংলা সাহিত্য চর্চা নিয়ে বেশ কিছু সংস্থা থাকলেও সরকারি ও বেশ কিছু মানুষের ব্যক্তিগত উদ্যোগে অন্যান্য সংস্থায় চোখে পড়ে নি। আমরা তথ্যের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে তাঁদের প্রকাশনা থেকে পত্রিকা প্রকাশ করছে। এবং ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে আমরা একটি গ্রন্থে সাহিত্য পরিষৎ-এর প্রকাশনার নমুনা পাচ্ছি।

> "It is edited as Hajar Bachharer Puratan Bangala Bashay Bouddhagano Doha by Haraprasad Shastri, who had discovered it in 1907 at the library of Nepal's Prime Minister. Another example is Shri Krishnakirtan, callected (1909) and edited (1916) by Basanta ranjan Bidvatballabh...' 'The Parishat journal, Bangiya Sahitya Parishat Patrika, first published in 1901."[৪]

এটিই পরিষৎ- এর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ কিনা সেটা জানা যায়নি। যে লোগোটি ওই গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়েছে বা সাহিত্য পরিষৎ-এর যে লোগো, সেটি একটি কালো মোটা রেখায় বর্গক্ষেত্র, তার নিচে সাদা সরু প্যানেলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ লেখা, তার উপরে একটি সমান্তরাল মোটা রেখা। তার উপরে সাদা আয়ত ক্ষেত্রের মধ্যে কালো রঙে একটি ঝুলন্ত প্রদীপ তার দুইদিকে শিখা। মাঝে আংটায় চেন যা উপর দিকে উঠে গেছে। প্রদীপের নিচে আর একটি প্রদীপের আকারের থেকে সামান্য বড় উল্টো করা একটা মোটা পাত্র লাগানো রয়েছে। দুটো কারণে প্রথম কারণটি হল নিচের ভারী অংশটি না থাকলে ঝোলানো প্রদীপটি একদিকে কাৎ হয়ে যেতে পারে। আর দ্বিতীয় কারণ হল প্রদীপকে না ঝুলিয়েও মেঝেতে স্থির নিশ্চল করে রাখা যাবে। এই দুটির মাঝে বা উপরের প্রদীপ ও নিচের উল্টানো বাটির কিনারার নিচে তিনটি সরু সাদা সমান্তরাল রেখা টানা হয়েছে (চিত্র ১২)।

নির্মল সাহিত্য পীঠ এই প্রকাশনা সংস্থা থেকে রেলওয়ে সিরিজের কয়েকটি গ্রন্থের সংস্করণ ছেপে বেরিয়েছিল। প্রথম সংস্করণটি ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে ছাপা। তাঁরা যে লোগোটি গ্রন্থে ব্যবহার করেছেন তার ঠিক মাঝের বৃত্তে রয়েছে একটি কয়লা চালিত রেলের ইঞ্জিন ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সামনের দিকে ধেয়ে আসছে। এর পরের ধাপে বৃত্তের উপরে প্রকাশনা সংস্থার নাম ও নিচে রেলওয়ে সিরিজ লেখা। এর পরের ধাপের বৃত্তের মধ্যে ডিজাইনাল চিনামাটির প্লেটের অনুকরণে আঁকা (চিত্র ১৩)।

১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে সিগনেট প্রেস এই প্রকাশনা সংস্থাটি শ্রদ্ধেয় দিলীপ কুমার গুপ্ত মহাশয়ের হাত ধরে যাত্রা শুরু করে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে আপনকথা গ্রন্থে প্রকাশক হিসাবে সিগনেট প্রেসের লোগো পাওয়া গেছে। এই সংস্থার লোগোটি সত্যজিৎ রায় মহাশয়ের ভাবনা থেকে হয়েছিল। খুবই সহজ সরল উপরে বাংলায় লেখা এবং নিচে ইংরেজিতে সংস্থার নাম সাদা পৃষ্ঠার উপরে বাদামি রঙের লেখা (চিত্র ১৪)।

বাংলা গ্রন্থে লোগোর কালানুক্রমিক বিবরণ দিতে গিয়ে কয়েকটি দিক অনুধাবন করা গেল। যত বড়োই কোন প্রকাশনা সংস্থা হোক না কেন লোগোর মাপ কোন ভাবেই ৪x৪ সেন্টিমিটারের থেকে বড় হয় না। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের সামান্য কিছু কাল পরে থেকে আমরা দেখতে পাই শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে বাংলা গ্রন্থে ব্যবহৃত প্রথম লোগো, এবং সেখান থেকে এই গবেষণা সময় কালের শেষ অর্থাৎ বিংশ শতকের পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত, যে গ্রন্থগুলি দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। তার মধ্যে মাত্র কয়েকটি গ্রন্থেরই প্রচ্ছদ অবশিষ্ট রয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে কোন গ্রন্থেরই প্রচ্ছদে লোগো ব্যবহৃত হয়নি। লোগো যা ব্যবহৃত হয়েছে আমরা আখ্যাপত্র বলি, নামপত্র বলি বা সন্মুখপত্র বলি এইখানেই, অর্থাৎ গ্রন্থের অক্ষর ছাপার পাতলা থিন পষ্ঠাতেই। এর কারণ হল প্রত্যেকটি লোগো মোল্ড ও কাস্টিং করা এক খন্ডের, যা মুদ্রণ যন্ত্রের হরফ লাইনে সাজিয়ে হরফের সঙ্গে একই সাথে ছাপ নেওয়া যেত। আর প্রচ্ছদে লোগো ব্যবহার করতে গেলে কোন শিল্পী বা খোদাইকারী শিল্পীদের দিয়ে আলাদা করে ড্রইং বা খোদাই করাতে হত। কারণ সবসময়ই মোটা কাগজ, মোটা বোর্ড বা বোর্ডের উপরে কাপড় লাগিয়ে প্রচ্ছদে ব্যবহার করা হযেছে। অফসেট লিথোগ্রাফি আসার পরে গ্রন্থের প্রচ্ছদে লোগো ব্যবহার অনেক গুণ বেড়ে যায়, এই বিষয়টি অবশ্য এই গবেষণার বাইরের অংশ। এছড়াও দেখা যাচ্ছে কোন প্রকাশনা সংস্থার লোগো অনেক বেশি সহজ সরল ও অর্থপূর্ণ প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার মুদ্রণ সংস্থার লোগো আমরা যখন দেখছি সেখানে অনেক বেশি অলংকরণ ও ছাপাখানার বিষয়ে বিস্তারিত বলা রয়েছে। ধারাবাহিক ভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে এই লোগো গুলিতে অলংকরণের আধিক্য ক্রমশ: কমে আসছে। শেষভাগে দেখা যাচ্ছে সিগনেটের লোগোতে এসে কোন আলংকারিক উপাদান পাওয়া যাচ্ছে না। কেবল একটি বিশেষ ধরনের হরফ ব্যবহার করে একটা লোগো তৈরি হচ্ছে।

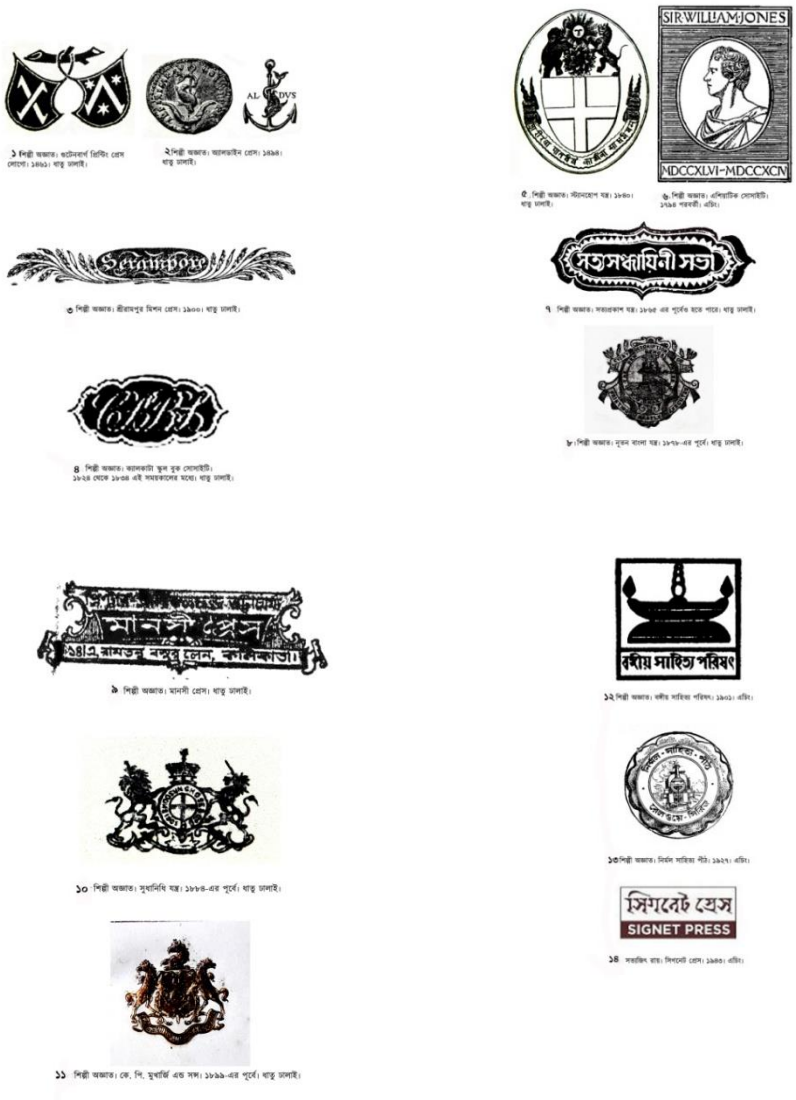

১ শিল্পী অজ্ঞাত। গুটেনবার্গ প্রিন্টিং প্রেস লোগো। ১৪৬১। ধাতু ঢালাই।

২ শিল্পী অজ্ঞাত। আলডাইন প্রেস। ১৪৯৪। ধাতু ঢালাই।

৩ শিল্পী অজ্ঞাত। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস। ১৯০০। ধাতু ঢালাই।

৪ শিল্পী অজ্ঞাত। ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি। ১৮২৪ থেকে ১৮৩৪ এই সময়কালের মধ্যে। ধাতু ঢালাই।

৯ শিল্পী অজ্ঞাত। মানসী প্রেস। ধাতু ঢালাই।

১০ শিল্পী অজ্ঞাত। সুধানিধি যন্ত্র। ১৮৮৪-এর পূর্বে। ধাতু ঢালাই।

১১ শিল্পী অজ্ঞাত। কে. পি. মুখার্জি এন্ড সন্স। ১৮৯৯-এর পূর্বে। ধাতু ঢালাই।

৫ . শিল্পী অজ্ঞাত। স্ট্যানহোপ যন্ত্র। ১৮৪০। ধাতু ঢালাই।

৬. শিল্পী অজ্ঞাত। এশিয়াটিক সোসাইটি। ১৭৯৪ পরবর্তী। এচিং।

৭ শিল্পী অজ্ঞাত। সত্যপ্রকাশ যন্ত্র। ১৮৬৫ এর পূর্বেও হতে পারে। ধাতু ঢালাই।

৮। শিল্পী অজ্ঞাত। নূতন বাংলা যন্ত্র। ১৮৭৮-এর পূর্বে। ধাতু ঢালাই।

১২ শিল্পী অজ্ঞাত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। ১৯০১। এচিং।

১৩ শিল্পী অজ্ঞাত। নির্মল সাহিত্য পীঠ। ১৯২৭। এচিং।

১৪ সত্যজিৎ রায়। সিগনেট প্রেস। ১৯৪৩। এচিং।

References

1. La Rossa, Brian. "Design Observer". designobserver.com/feature/undercover-branding/39532 ,22.03.2017.
2. Ibid
3. Biswas, Shamik. 'The Asiatic Society'. Asiaticsocietykolkata.org/history
4. Sarkar, Pabitra. 'The Daily Star'. thedailystar.net/opinion/focus/news/vangiya-sahitya-parishat-the-first-bengal-academy-literature-3541816 , 12.02.2023, 12:05 PM.
5. ভদ্র, গৌতম। 'ন্যাড়া বটতলায় যায় ক'বার?' কলকাতা: ছাতিম বুক্স, ২০১১।

6. জয়ন্ত নস্কর (নিবন্ধকার) সহকারী অধ্যাপক, ছাপাই চিত্রকলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কোলকাতা।